বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ২০২৪ উপলক্ষে

সেমিনার

তারিখ ও সময়: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪, মঙ্গলবার, দুপুর ২:০০ ঘটিকা।

স্থান:

মাল্টিপারপাস হল, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ কাকরাইল, ঢাকা।

প্রবন্ধ:

বিশ্ব মোড়লদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে দেশভেদে মানবাধিকার বিপন্ন

প্রবন্ধ উপস্থাপক:

জনাব ইকতেদার আহমেদ

সাবেক জেলা ও দায়রা জজ ও সাবেক রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

Human Rights Aid Bangladesh

হিউম্যান রাইটস এইড বাংলাদেশ

বিশ্ব মোড়লদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে দেশভেদে মানবাধিকার বিপন্ন

সাধারণ অর্থে মানবাধিকার বলতে একজন মানুষের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারকে বুঝায়। একজন মানুষ যে কোন রাষ্ট্রে বা সমাজে মানুষ হিসেবে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অধিকার ভোগের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদানের আবশ্যকতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানবাধিকারের বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতিসংঘ। বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য। মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের যে সকল দলিল রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ১৯৪৮খ্রিঃ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার দলিল। এ দলিলটিতে ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এ দলিলে যে সকল অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে প্রতিপালনে নিশ্চয়তা দিতে বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য না-করার অধিকার; জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার; দাসত্বের শিকল হতে মুক্তির অধিকার; যন্ত্রণা, নিষ্ঠুর, অমানষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড বা ব্যবহার হতে সুরক্ষর অধিকার; আইনের দৃষ্টিতে সর্বত্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার সমঅধিকার এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকার; স্বেচ্ছচারী গ্রেপ্তার, আটক ও নির্বাসন হতে অবমুক্তির অধিকার; ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকার; স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত না-হওয়া পর্যন্ত আদালতের সম্মুখে নিরপরাধ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অধিকার; প্রবেশ, তল্লাশী ও আটকহতে নিজ গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার; চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপণীয়তা রক্ষার অধিকার; রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার এবং রাষ্ট্র ত্যাগ ও পুনঃ প্রত্যাবর্তনের অধিকার; নিজ দেশে নিপীড়নের বিরুদ্ধে অপর দেশে আশ্রয়লাভের অধিকার; জাতীয়তার অধিকার এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে জাতীয়তা হতে বঞ্চিত না-করার অধিকার; প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পরুষের নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার; একক ও যৌথভাবে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না-হওয়ার অধিকার; চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার; বাক্ স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার; শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার; সরাসরি অথবা জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের

https://nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রে সুযোগের সমতার অধিকার; সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার; পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতার অধিকার এবং কোন প্রকার বৈষম্য ভেদে সম কাজের জন্য সম মজুরীর অধিকার; নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদানের অধিকার; অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণসমূহের অধিকার প্রভৃতি।

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধানে উপরোক্ত অধিকারগুলোর সবগুলো বা কিছু কিছু মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। যখন কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে কতিপয় অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় তখন রাষ্ট্রের পক্ষ হতে সে সকল অধিকার ভোগের বিষয়ে নাগরিকদের নিশ্চয়তা প্রদান আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

মানবাধিকারের সাথে গণতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অন্যভাবে বললে বলতে হয় মানবাধিকার ও গণতন্ত্র একটি অপরটির পরিপূরক। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশ যার মধ্যে অন্যতম হলো যুক্তরাষ্ট্র,

কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী নিজেদের গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দাবি করে থাকে এবং এর পাশাপাশি তারা নিজ দেশ ও অপরাপর দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট বিশ্ববাসীকে এমন ধারণা দিতে সদা তৎপর। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি পাশ্চাত্যের এ সকল দেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে নিজ নিজ দেশের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি তা সমভাবে অপর অনেক রাষ্ট্রে ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথমার্ধে ঠান্ডা লড়াই যুগের অবসান পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে মহাশক্তিধর রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এ অবস্থানটি বর্তমানে আগের মতো দৃঢ় না হলেও অদ্যাবধি বিশ্বের অপর কোন রাষ্ট্র মহাশক্তিধর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষের পর্যায়ে পৌছাতে সক্ষম হয়নি। এ সুযোগে বিগত দু'দশকের অধিক সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র তার ইউরোপীয় মিত্রদের সহযোগিতায় অবলিলায় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে জনমানুষের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুলছে।

সাদ্দাম হোসেন ইরাকের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন ইরাকের নিকট মানব বিধ্বংসী রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রয়েছে এ মিথ্যা অযুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরাক আক্রমন করে সাদ্দাম হোসেনের বাহিনীকে পরাভূত করে তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরাসরি রাষ্ট্রটি পরিচালনা করতে থাকে। সাদ্দামকে উৎখাত

https://nagorikpathagar.org

পরবর্তী দেখা গেল ইরাকে কথিত মানব বিধ্বংসী রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের উদ্দেশ্য ছিল তাদের ব্যবসায়ীক স্বার্থ এবং উৎখাত পরবর্তী দেখা গেল ইরাকর তেল বিক্রি করে তারা তাদের ব্যবসায়ীক স্বার্থ পরিপূরণে সফল হয়েছে। অনুরূপ আফগানিস্তানে তথাকথিত আলকায়দা জঙ্গীদের ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে এ অযুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আফগানিস্তানে বলপূর্বক প্রবেশ করে সেখানকার সকারের পতন ঘটিয়ে নিজেদের তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র বাহিনীর অভিযান পরিচালনার এক দশক পর দেখা গেল তথাকথিত আলকায়দা জঙ্গী দমনে যে অভিযান তা সফলতা পায়নি বরং তাদের অভিযানের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রটির স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার কারণে সেখানে জনজীবনে এখনও স্বস্তি ফিরে আসেনি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আরব বসন্তের জাগরণে তিউনিশয়া, লিবিয়া ও মিশরে ক্ষমতাসীনবেন আলী, গাদ্দাফি ও মোবারক সরকারের পতন হয়। লিবিয়ায় গাদ্দাফির পতনকে তরান্বিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মিত্র বাহিনী অংশগ্রহণ করেছিল। গাদ্দাফির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল গাদ্দাফি তার শাসন অব্যাহত রাখার জন্য অবলিলায় বিরোধীদের হত্যা করে চলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তাদের কল্পনা প্রসূত অভিযোগের ভিত্তিতে ঠিকই গাদ্দাফিকে উৎখাত ও হত্যা করল। কিন্তু তার মৃত্যু পরবর্তী গাদ্দাফির শাসনামলে লিবিয়ায় যে স্থিতিশীলতা ছিল তা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ফিরিয়ে দিতে পেরেছে? এখনও যে লিবিয়ায় প্রতিদিন সরকারী বাহিনী ও বিদ্রোহীদের সশস্ত্র সংঘর্ষে অগণিত লোক নিহত হচ্ছে এর দায় কার?

মিশরে হোসনি মোবারকের পতন পরবর্তী অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম বাদ্রারহুড দল বিজয়ী হয়ে মুরসী প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হলে দেশটি স্থিতিশী-লতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদেরসহ ইসরাইে-লর নিকট মুসলিম বাদ্রারহুডের বিজয়
আরব ভূ-খন্ডে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র এবং ইসরাইলের জন্য হানিকর এ বিবেচনায় তারা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুরসীকে অপসারণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং জেলে পুরে বিচারের সম্মুখীন করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ও ইসরাইল যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে থাকে তবে কি কারণে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুরসীকে অপসারণ করা হলো এর জবাব বিশ্ববাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র ও

https://nagorikpathagar.org

ইসরাইলের নিকট হতে জানতে চায়।

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে এখনও বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত রয়েছে। এ ধরণের বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসন ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে না। কিন্তু এখনও যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র ও ইসরাইলের মদদে মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশগুলোতে রাজতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত আছে। এ সকল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অবস্থান রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ও ইসরাইল এ সকল রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন যুগিয়ে তাদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দাবিতে ১৯৮৯খ্রিঃ চীনের তিয়েনমিয়েন স্কয়ারে হাজার হাজার লোক সমবেত হলে চীনের কমিউনিষ্ট শাসকরা নির্বিচারে গুলি করে অসংখ্য জনমানুষকে হত্যা করে। এ হত্যার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে চীনকে চিহ্নিত করার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়াস নেয়। সে প্রয়াস এখনও অব্যাহত আছে।

চীনে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের নির্মূলে যে সংখ্যক মানুষ হত্যা করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ১৯৪৮খ্রিঃ অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মদদে ইসরাইল ফিলিস্তীনীদের যেভাবে হত্যা করে চলেছে তাতে দেখা যায় তার সংখ্যা তিয়েনমিয়েনের হত্যাকান্ডের সংখ্যার চেয়ে কয়েকশগুণ অধিক। ইসরাইলের অভ্যন্তরস্থ গাজা ও পশ্চিম তীর দু'টি স্বশাসিত পৃথক এলাকা। এ দু'টি পৃথক এলাকা সমন্বয়ে স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র গঠিত হবে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র সম্মত হয়ে এরূপ রূপরেখা দিয়েছে।

২০০৬খ্রিঃ গাজা ও পশ্চিম তীর সমন্বয়ে গঠিত ফিলিস্তীনের ১৩২টি আসনের সংসদ নির্বাচনে ৭৬টি আসনে জয়লাভ করে হামাস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচন পরবর্তী গাজা হামাসের শাসনাধীন রয়েছে অপরদিকে পশ্চিমতীর ফাতাহ'র শাসনাধীন। ১৯৪৮খ্রিঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে ইহুদীদের এনে ফিলিস্তীনীদের ভূ-খন্ডে যে ইসরাইল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয় এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ইন্ধনে ক্রমান্বয়ে ইসরাইল তার ভূ-ভাগ বৃদ্ধি করে চলেছে এবং সে যাত্রা এখনও অব্যাহত আছে।

https://nagorikpathagar.org

জুলাই, ২০১৪খ্রিঃ পশ্চিম তীরে তিনটি ইহুদী বালককে অপহরণপূর্বক হত্যার অভিযোগে ইসরাইল গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে গাজানিবাসী প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তীনী নিহত হয়েছিল যার অধিকাংশই নারী ও শিশু। সামরিক শক্তির দিক থেকে ইসরাইলী সেনাবাহিনীর তুলনায় হামাস অনেক দূর্বল। ইসরাইলের এ আগ্রাসী অভিযান বিষয়েযুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বলছে তাদের

আত্মরক্ষার জন্য এ ধরণের অভিযানের আবশ্যকতা রয়েছে। পশ্চিম তীরে যে তিনজন ইসরাইলী বালক নিহত হয়েছিল তার সাথে যে হামাসের সম্পৃক্ততা ছিল না এ বিষয়টি বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে। কিন্তু তার পরও নিজেদের আত্মরক্ষা করার মিথ্যা অযুহাতে শক্তিধর ইসরাইলের দূর্বল হামাসের উপর কেন এ হামলা?ইসরাইল যদিও মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ফিলিস্তীনের ভূ-খন্ডে অবৈধভাবে সৃষ্ট একটি রাষ্ট্র কিন্তু ফিলিস্তীদের নিজ ভূ-খন্ডে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র সৃষ্টি হোক এটি কখনও ইসরাইল ও তার মদদদাতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশসমূহ চায় না। আর তাই পুনঃ পুনঃ ফিলিস্তীনীদের উপর ইসরাইলের আগ্রাসী আক্রমন এবং নির্বিচারে নারী-পুরুষসহ নিরীহ বেসামরিক জনমানুষ হত্যা। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের সমর্থন ব্যতীত ইসরাইলের পক্ষে কখনও এ ধরণের গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফিলিস্তীনী ভূ-খন্ডে ইসরাইলের আগ্রাসী আক্রমন বিশ্ববিবেকের কাছে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের কাছে এটি মানবতা বিরোধী অপরাধ বা গণহত্যা নয়।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে হামাস রকেট হামলার মাধ্যমে ইসরাইলের দীর্ঘদিনের সামরিক আগ্রাসনের সমোচিত জবাব দেয়ার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে তাতে উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হলেও ইসরাইলের তুলনায় গাজার ক্ষতি ও জীবনহানি অনেক ব্যাপক। এ লড়াই এখনও অব্যাহত আছে। এ লড়াইতে লেবাননে অবস্থিত ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ জড়িয়ে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-ফিলিস্তীন সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান না হলে এটি ইসরাইল কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অমানসিক ও অমানবিক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নজির হয়ে আছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠি তাদের সংখ্যানুপাতে সরকারি চাকরিসহ সরকার প্রদত্ত সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি থেকে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও আমাদের পার্শ্ববর্তী বৃহৎ রাষ্ট্রটি এ দেশে তাদের অনুগত সরকারের অবসানে সদা সর্বদাই রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার প্রতিকূলে অবস্থান গ্রহণে সচেষ্ট এমনটিই প্রতিভাত।

https://nagorikpathagar.org

ভারত নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাবি করলেও এ দেশটির শাসন ক্ষমতায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগমন পরবর্তী দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতির ক্রম অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভারতে বসবাসরত সামগ্রিক জনগোষ্ঠির প্রায় এক-ষষ্ঠমাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠি দেশটিতে চরমভাবে অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত এবং ক্ষণে ক্ষণে লাঞ্ছনার শিকার। মুসলিমদের পাশাপাশি দেশটির কয়েকটি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান জনগে-াষ্ঠির অধিকার বঞ্চনা মানবাধিকারের বিশ্ব মোড়লদের বিবেককে জাগ্রত করেছে।
বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে পদদলিত করে বিগত পনের বছরের অধিক সময় জগদ্দল পাথরের মতো স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার তাদের অবৈধ শাসনকে চিরস্থায়ী করার মানসে যেভাবে বিচার বহির্ভূত হত্যা, গুম, খুন, অবৈধ ট্রাইব্যুনালের বিচারে জীবনহানি এবং ভূয়া ও মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বিরোধী শিবিরের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করে এ দেশের ইতিহাসে নিকৃষ্টতম নজির সৃষ্টি করেছে তা কখনোএ দেশের সচেতন জনমানুষের বিস্মৃতিতে যাবে না।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র এবং সহযোগী দেশসমূহের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ে দ্বৈত নীতির কারণে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট গণতন্ত্র ও মানবাধিকার উভয়ের আক্ষরিক অর্থ ভিন্নতর। আর এ ভিন্নতার কারনেই বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পদে পদে দুর্বল দেশসমূহের জন্য প্রায়শই বিড়ম্বনা হয়ে দেখা দেয়।

-ইকতেদার আহমেদ
(সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক)

https://nagorikpathagar.org

Human Rights Aid
Bangladesh

Human Rights Aid Bangladesh
Level 5, Paltan Tower, 87, Purana Paltan Lane, Dhaka-1000.
Cell: +8801319398139, E-mail: info@humanrightsaid.org
Website: www.humanrightsaid.org

https://nagorikpathagar.org